ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

তাপসীর 'খেল খেল মে' মুক্তি পেয়েছে ১৫ আগস্ট

পৃঃ ৫

বাংলাদেশ সিরিজে বিশ্রামে থাকবেন বুমরাহ!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২৮ ● কলকাতা ● ০৪ ভাদ্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২১ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভিন রাজ্যে আলু রফতানির অনুমতি দিলেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

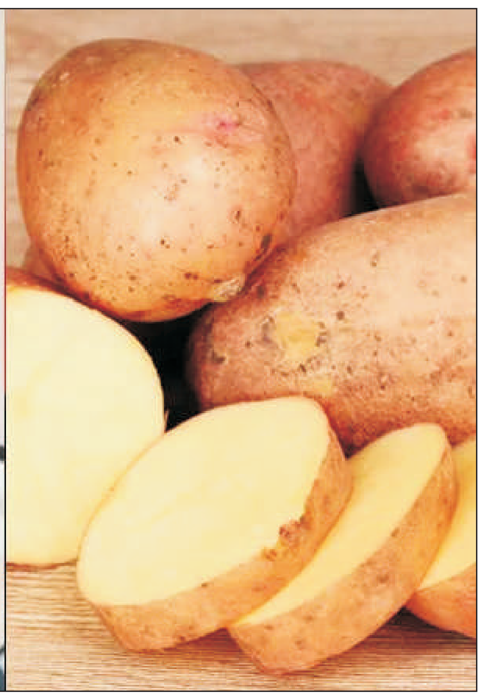

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের আমজনতার স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে ভিন রাজ্যে আলু রফতানির অনুমতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ মঙ্গলবার নবান্নে আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে ভিন রাজ্যে আলু রফতানির ক্ষেত্রে আপত্তি তুলে নেন তিনি। তবে রাজ্যে আলুর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এদিন নবান্নে বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। ওই বৈঠকেই আচমকা যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, তিনি ব্যবসায়ীদের জানান, রাজ্যের বাজারে আলুর জোগানে সঙ্কট হবে না এবং দাম বাড়বে না, এমন প্রতিশ্রুতি দিলেই ভিন রাজ্যে আলু রফতানির ক্ষেত্রে আপত্তি তুলে নেওয়া হবে।সূত্রের খবর, আলু ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন ভিন রাজ্যে আলু রফতানি হলেও স্থানীয় বাজারে দাম বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

রাজ্যে আলুর দাম অস্বাভাবিক বাড়ায় ভিন রাজ্যে আলু রফতানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল রাজ্য সরকার। আর তাতেই গোঁসা হয় সিপিএম ও বিজেপি প্রভাবিত প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির শীর্ষ নেতাদের। জুলাই মাসের ২০ তারিখ রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল সমিতি। ৫ দিন টানা

এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সফর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২১ ও ২২ অগাস্ট পোল্যান্ড সফর করবেন। গত ৪৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ডে যাচ্ছেন। ওয়ারশতে প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হবে। তিনি সেদেশের রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেজ সেবাস্টিয়ান দুদার সঙ্গে দেখা করবেন। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পোল্যান্ডের প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতার কর্মসূচিও শ্রী মোদীর রয়েছে। পোল্যান্ড থেকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন ইউক্রেনে। ১৯৯২ সালে দু-দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর এই প্রথম কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন যাচ্ছেন। কিভে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাগরিক সংযোগ, মানবিক সহায়তা সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেখানকার প্রবাসী ভারতীয় ও পড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলবেন। ইউক্রেনে প্রধানমন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক সফর দুদেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত ও প্রসারিত করবে।

রাজ্যকে তীব্র আক্রমণ
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যকে তীব্র আক্রমণ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের । তাঁর কথায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর কোনও আস্থা নেই মানুষের ।অন্যদিকে, মঙ্গলবার থেকেই রাজভবনে চালু হল বিশেষ একটি কন্ট্রোল রুম। উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যপাল। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে সাধারণ মানুষ (০৩৩)২২০০-১৬৪১ এবং ৯২৮৯০ ১০৬৮২, এই দুটি নম্বরে ফোন করে সাধারণ মানুষ তাদের মতামত জানাতে পারবেন। এদিকে এই কন্ট্রোল রুমটি থেকে মঙ্গলবার সকালে প্রথম ফোনটি করেন রাজ্যপাল নিজে। নিহত তরুণীর বাবার সঙ্গে কথা বলেন তিনি ।সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল বলেন, "রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে বাংলার মানুষ।"

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রস্মান্ন

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
শিশু কিশোর আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

কংক্রিটের ঢালাই পিলারে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেই বেরিয়ে আসছে

ইট!নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের কাজের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসী,চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ আগস্ট : নিউজ সারাদিন : সরকারি সিডিউল না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে স্কুলের নতুন ভবন।স্কুলের ভবন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমগাছি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুল প্রাঙ্গনে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

নিমগাছি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুলে সমগ্র শিক্ষা মিশনের বরাদ্দকৃত প্রায় ৬০ লক্ষ টাকায় তিন তলা ভবন নির্মাণে কাজ চলছে।৫ টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম ও একটি ডাইনিং রুমের কাজ চলছে।আর এই ভবন নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসী।তাঁদের অভিযোগ,সিডিউল না মেনেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই ভবন তৈরি করা হচ্ছে।কংক্রিটের পিলারের ভিতরে ইট ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সিমেন্ট ও বালি দিয়ে প্লাস্টার করে দিয়েছে। হাতুরি মারতেই বেরিয়ে আসছে ইট।আয়রনযুক্ত বালি দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।বেশিরভাগ ইট ২ নম্বর।তিন তলা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই বিম বাঁকা হয়ে গিয়েছে।দুই তলা ভবনের ছাদ চুঁয়ে জল পড়ছে।ঢালাই পিলারের পরিবর্তে কয়েকটি ইঁটের পিলার দিয়েছে।কয়েক বছরের মধ্যেই ভবনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।ব্লক প্রশাসনকে বারবার অভিযোগ জানিয়ে কোন ফল হয়নি।তাই বাধ্য হয়ে গ্রামবাসী কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজের পর্যালোচনা বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় অর্থ ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে নতুন দিল্লিতে আজ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক দিক, তহবিল সংগ্রহ বৃদ্ধি, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং সাইবার সুরক্ষা পরিকাঠামো ছাড়াও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে ঋণের সুযোগ সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে অন্য উদ্ভূত বিষয়গুলি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। আর্থিক সচিব ডক্টর বিবেক যোশী, আর্থিক পরিষেবা দফতরের মনোনীত সচিব শ্রী এম নাগারাজু, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির প্রধানরা ছাড়াও আর্থিক পরিষেবা দফতরের পদস্থ আধিকারিকেরা

এরপর ৩ পাতায়

শ্রাবণী মেলার প্রাঙ্গণ আবর্জনা মুক্ত করা হলো,

উপস্থিত মন্ত্রী বেচারাম

বেবি চক্রবর্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার হুগলী জেলা প্রশাসন ও ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুটি মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে নির্মল শ্রাবণী মেলা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৈদ্যবাটী থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত শ্রাবণী মেলার প্রাঙ্গণ আবর্জনা মুক্ত করা এবং তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হলো। শ্রাবণ মাস মানে শিব অর্থাৎ মহাদেব এর পুজো উপলক্ষে দূর - দূরান্ত থেকে ভক্তদের উপস্থিতি। এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, ডিএম মুক্তা আর্য, এসডিও, মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যান গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধিরা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর পরিবেশ উপহার দিতে এই উদ্যোগ প্রশাসনিক তরফে নেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

আরজিকর কাণ্ড নিয়ে

স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও, ধুন্ডুমার কান্ড

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে বিজেপি। তবে তাঁর আগেই আর জি কর কাণ্ড নিয়ে এবিভিপির স্বাস্থ্যভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড। সিটি সেন্টার থেকে শুরু হয় মিছিল। সিটি সেন্টারে জমায়েত হয়ে স্বাস্থ্যভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। মিছিলটি মাঝ পথেই আটকাতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এদিন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি হাতে তাড়া করল পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পরপরই পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে লাঠিচার্জের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশদের একাংশের বিরুদ্ধে উঠেছে ইট ছোড়ার অভিযোগ।

ক্ল্যারিটি সিরিজটি প্রবর্তন করেছে বোল্ট:

ও অত্যাধুনিক ট্রু ওয়্যারলেস প্রযুক্তির বিশেষ মডেল

ক্ল্যারিটি সিরিজ লাক্সুরিয়াস এস্থেটিক্স বিঘ্নিত অডিও প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করতে
ক্ল্যারিটি ১ এবং ৩ এই সিরিজের প্রথম দুটি ডিভাইস
ক্ল্যারিটি ৩ বোল্ট-এর প্রথম অডিও ডিভাইস যেখানে স্থানিক অডিও রয়েছে

Kolkata, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : বোল্ট ভারতের ১নং রেটেড অডিও ব্র্যান্ড, অডিও টেকনোলজিতে অগ্রগামী, ডিজাইন এবং নতুন বেঞ্চমার্ক স্থাপন করে তার টিডব্লিউএস ক্ল্যারিটি ১ এবং ৩ লঞ্চ করার বিষয়ে ঘোষণা করেছে। ক্ল্যারিটি সিরিজটি লাক্সারি, কার্যকারিতা এবং আইকনিক ডিজাইনের অনন্য মিশ্রণে তৈরি যা অডিও শ্রেষ্ঠত্বে নতুন মান স্থাপন করতে প্রস্তুত। ক্ল্যারিটি ৩ ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারবাডগুলি আধুনিক ফিচারের সাথে আপনার অডিও অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে তৈরি করা হয়েছে। ৫০ ডিবি পর্যন্ত হাইব্রিড অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন, ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার কলের জন্য ৬টি উন্নত মাইক্রোফোন এবং বোল্ট এএমপি-এর মাধ্যমে সিমলেস অ্যাপ কানেক্টিভিটি, এই ইয়ারবাডগুলি সুবিধা এবং কাস্টমাইজেশনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে। ডুয়াল ডিভাইস পেয়ারিং এবং ব্লুটুথ ৫.৪ লাইটনিং-ফাস্ট কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করে, যেখানে স্পটিয়াল অডিও একটি মনোমুগ্ধকর সাউন্ড স্টেজ সরবরাহ করে। এটি একটি প্রিমিয়াম ফিনিশ সহ ওবসিডিয়ান ব্ল্যাক এবং স্মোকি মেটালে পাওয়া যাবে টিডাবলুএস আপনাকে লাইটনিং বোল্ট প্রযুক্তির সাথে ৫০ ঘন্টা পর্যন্ত খেলার সময় এবং লাইটনিং-ফাস্ট চার্জিং এর সুবিধা প্রদান করবে। ডিভাইসটি গেমারদের জন্যও একটি ট্রিট কারণ তারা কমব্যাট গেমিং মোডে অতি-নিম্ন ৪৫এমএস লেটেন্সি পায়, বুমিং বাস এবং এসবিসি এএসি কোডেক সামঞ্জস্যের জন্য ১৩এমএম ড্রাইভার দ্বারা তৈরি যা তাদের গেমিং অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে উন্নত করবে। আইপিএক্স৫ ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স সহ ভারতে তৈরি করা হয়েছে, বোল্ট অডিও প্রযুক্তিতে দ্রুত উন্নতশীল ব্র্যান্ড হিসাবে তার স্থিতিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে। লঞ্চের বিষয়ে বোল্টের কো-ফাউন্ডার, বরুণ গুপ্তা, বলেছেন, "বোল্টে, আমাদের নিরলস সাধনা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি অডিও প্রযুক্তির ল্যান্ডস্কেপকে ক্রমাগত নতুন করে সংজ্ঞায়িত করবে। ক্ল্যারিটি সিরিজের প্রবর্তনের মাধ্যমে আমরা ইকোসিস্টেমে বিঘ্নকারী অডিও প্রযুক্তি নিয়ে আসা চালিয়ে যেতে চাই। আমরা অডিও সেগমেন্টের মধ্যে আমাদের পোর্টফোলিও প্রসারিত করতে এক্সাইটেড, মিউজিক অনুরাগী এবং গেমারদের ডিজাইন সহ প্রিমিয়াম অডিও সমাধান প্রদান করে যা তাদের অভিজ্ঞতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বোল্ট-এ আমাদের লক্ষ্য সবসময়ই আমাদের গ্রাহকদের জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করা, এবং ক্ল্যারিটি সিরিজ আমাদের সেগমেনেট আমাদের ক্রমবর্ধমান গভীরতা প্রদর্শনের করা। অন্যদিকে, ক্লারিটি ১ টিডব্লিউএস ইয়ারবাডগুলিতে আওয়ারগ্লাস-অনুপ্রাণিত ডিজাইন রয়েছে যা ব্যবহারের সময় অতুলনীয় সুবিধার জন্য ফিচার- লাইট অর্গোনমিক ফিট এবং ভারসাম্যপূর্ণ ওজন বন্টন প্রদান করে। প্রোক্রোনিয়াম মেটাল বডি এবং লিকুইড মেটাল কনস্ট্রাকশন দিয়ে তৈরি, এই ইয়ারবাডগুলি আপনার শ্রবণ অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার সাথে সাথে পরিশীলিততা এবং স্থায়িত্ব প্রকাশ করে। ক্ল্যারিটি ১ আপনার পছন্দের ভয়েস সহকারীর সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত হয়, যা আপনাকে আপনার সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ করতে, দিকনির্দেশ পেতে এবং বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করবে, সবকিছুই সাধারণ ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে। ডিভাইসটি তার ডুয়াল ডিভাইস কানেক্টিভিটির সাথে আলাদা, যা একই সাথে দুটি ডিভাইসে সংযোগের সুবিধা প্রদান করে এবং একটি ৮০-ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ যা ঘন ঘন রিচার্জ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে বিরত রাখে। এর দ্রুত চার্জিং প্রযুক্তি নিশ্চিত করে যে মাত্র ১০ মিনিটের চার্জ ১৮০ মিনিট খেলার সময় প্রদান করে। বোল্ট-এর সিগনেচার ক্ল্যারিটি সিগনেচার সাউন্ড এবং উন্নত ১৩এমএম ড্রাইভার সহ, ইয়ারবাডগুলি ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার অডিও এবং সুপ্রিম বাস প্রদান করে। এছাড়া ৪০ এমএস আলট্রা-লো লেটেন্সি ক্ল্যারিটি ১ গেমারদের জন্য আদর্শ করে তোলে, যা ল্যাগ-মুক্ত এবং নিমজ্জিত গেমিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

রান্নার জন্য খড়ি আনতে গিয়ে বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার

মালদা : নিউজ সারাদিন : রান্নার জন্য খড়ি আনতে গিয়ে বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটে ইটাহার থানার অন্তর্গত পানপাড়া এলাকায়। জানা গেছে মৃত বৃদ্ধার নাম গৌরী বালা। বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে মঙ্গলবার সকাল আনুমান ছয়টা নাগাদ বাড়িতে রান্নার জন্য খড়ির গাদা থেকে খরি আনতে যায়। সেখানেই হাতের মধ্যে তাকে বিষধর সাপ কামড় দেয় বলে খবর।বৃদ্ধার অবস্থা অবনতি হলে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠায় গাজোল থানার পুলিশ।

জানতে চান কলিযুগ কবে শেষ হবে ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনেকে আছেন যারা জানতে চান কলিযুগ কবে শেষ হবে ? আপনি কী জানেন কলিযুগ নিয়ে পুরাণ কী বলছে। বারবার সতর্ক করেছে পুরাণ। একদিন যুগের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসবে। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।পুরাণ অনুযায়ী কলিযুগ যখন চরম পর্যায় পৌঁছবে, তখন এমন অনেক ঘটনা ঘটবে, যা শেষের লগ্ন বলে বিবেচিত হবে।১) পুরানে বলা হয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা নেই

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : রাজ্য থেকে রাজনীতি যখন তোলপাড় আর জি কর ঘটনায় সেই ঘটনাকে খুব ছোট্ট ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। আর জি করে একজন তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুন আর সেই আর জি কর হাসপাতালে ওই চিকিৎসকের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট করা হয়। আর তাঁর দেহ তড়িঘড়ি সৎকার করা হয়। টেন্ডারের জন্য ৩০ দিনের নোটিশের অপেক্ষা না করেই রাতারাতি পর দিনই ঘর ভেঙে দিল আর জি কর এর ঘটনাস্থলে পাশের রুম যাতে সঠিক তদন্তে ধামা চাপা দেওয়া হয় তথ্য। একদিকে রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা সিবিআই তদন্তের ওপর খোদ আস্থা রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে স্টুডেন্টের ওপর লাঠিচার্জ। ঠিক যেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত ব্রিটিশ পুলিশ যে ভাবে বিপ্লবীদের ওপর লাঠি পেটা করত তা যেন আরও স্পষ্ট করল নিরিহ প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ গণতন্ত্রের যে স্বতন্ত্রের অধিকার তা মুছে ফেললো এই চিত্র। এই শিক্ষার্থীদের একটাই দাবি 'We Want Justice'.. 'আমারা বিচার চাই 'শেষ পর্যন্ত রাজ্য পুলিশ ছেড়ে জুনিয়র ডাক্তার এবং নার্সদের নিরাপত্তা দিতে হল সি আর পি এফ প্রহরা আর জি কর হাসপাতালে এযেন রাজ্য প্রশাসন এবং রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা দেখলো বঙ্গবাসী। আবার কোথাও দেখা গেছে মেয়েদের রাত দখলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শিক্ষার্থীদের। অরাজনৈতিক প্রতিবাদ একদিকে আর জি কর ঘটনার প্রতিবাদে ন্যায় বিচারের দাবিতে 'বিচার চাই আমরা' এ যেন গণলজ্জা। যে রাজ্যর মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের ঘটনা বা ধর্ষণ করে খুন। তীব্র ধিক্কার দেখা গিয়েছিল অরাজনৈতিক ভাবে সাধারণ মানুষের। কেউ ধর্ষিতা হলে তাঁকে টাকা দেওয়া। টাকার দরে কি নারীর সম্মান ? বিচার চায় জনতা। অভয়ার পরিবারের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর টাকা ফিরিয়ে দেওয়া যেন সজোরে এক থাপ্পর মারল এই রাজ্যের প্রশাসনের মুখে। অভয়ার বাবা - মায়ের দাবি 'দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই । কিন্তু এই প্রশাসন - সরকার তাতে ও ব্যার্থতা স্বীকার করল। অবশেষে সিবিআই এই কে নামতে হল সঠিক বিচারের ময়দানে। সাধারণ মানুষ তীর্থের কাকের মত সেদিকেই তাকিয়ে সঠিক বিচার। এ তো রাস্তায় নয় খোদ আর জি কর হাসপাতালে ভিতরে এমন নিন্দনীয় - নজীরবিহীন ঘটনা দেখলো রাজ্যবাসী। এবার গণতন্ত্র গণমাধ্যম কে ও আক্রান্ত হতে হবে দোষ একটাই সঠিক খবর দেওয়া জন্য। ভুল কে ভুল বলে আঙুল দিয়ে দেখানো যাবে না। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসছে একাধিক প্রশ্ন নারী নিরাপত্তা নিয়ে। আজকে নারীরা সত্যি কি প্রকৃত স্বাধীন? আশঙ্কায় আছেন রোগীর পরিবারেরাও। মহিলা পেসেন্ট চিকিৎসা করাতে গেলেও দুশ্চিন্তায় থাকবেন তাঁর পরিবার ঘরে না ফেরা পর্যন্ত। চিন্তা থাকবেন কাজ শেষে রাতে ট্রেনে - ট্রামে - বাসে বাড়িতে ফেরা কর্মজীবী নারীশক্তি। নারী যেখানে শক্তির আধার। এই চব্বিশ দশকে এসে নারী নিরাপত্তা যেন প্রশ্নের মুখে। এখন সেই মেয়েদের রাত দখল, নিভয়ে একা মেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে তো সেই ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় ভাবছে আর সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন জনগণ। আদও এই ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দোষীদের শাস্তি পাবে। সেই অপেক্ষায় রইলো সাধারণ মানুষ। এ ন্যায়ের দাবিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মানবিকতার গণ শিরদাঁড়া যেন বিক্রি নেই।

১-ম পাতার পর

ভিন রাজ্যে আলু রফতানির অনুমতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কর্মবিরতি চলে। রাজ্যের বাজারগুলিতে সে সময় আলুর সঙ্কট তৈরি হয়। সেই সময় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয় ।আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যখন রাজ্য উত্তাল, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ আছড়ে পড়েছে, তখন সুযোগ বুঝে ফের গত শনিবার আসরে নামেন সিপিএম ও বিজেপি সমর্থক আলু ব্যবসায়ীরা। ফের ধর্মঘটের পথে হাঁটেন। ফলে সোমবার থেকে ফের রাজ্যজুড়ে আলুর দাম চড়চড়িয়ে বাড়তে শুরু করে। ধর্মঘট শুরুর আগে খুচরো বাজারে জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী আলুর দাম ৩০ ও ৩৫ টাকা কেজি। ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরেই কেজি প্রতি ৫-৭ টাকা বেড়ে গিয়েছে। যদিও সুফল বাংলার স্টলগুলিতে জ্যোতি আলু ২৮ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

১-ম পাতার পর

রাজ্যকে তীব্র আক্রমণ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের

আর জি কর কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি জানান, "এই ঘটনা সমাজের জন্য সবচেয়ে লজ্জাজনক মুহূর্ত।" ইতিমধ্যেই তাঁর নির্দেশ মেনে আর জি কর কাণ্ড নিয়ে রাজভবনে একটি কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে।মঙ্গলবার, দিল্লীতে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা নিয়ে এইমুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো তোলপাড় চলছে। উল্লেখ্য, মৃতার ন্যায়বিচারের দাবিতে সম্প্রতি মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তারপর তিনি বক্তব্যও রাখেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে মঙ্গলবার রাজ্যপাল প্রশ্ন তোলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সেইসব ভাষণ নানা অলঙ্কারে রচিত। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর সামগ্রিক অবস্থান কোন জায়গায়?" অন্যদিকে, আর জি কর কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের শুনানি নিয়ে বাংলার রাজ্যপাল জানাচ্ছেন, "শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ শুনে দেশ অনেকটা স্বস্তি পেল।" সেই প্রতিক্রিয়াতেও অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করতে একদমই ছাড়েননি রাজ্যপাল। তিনি আরও যোগ করেছেন, "এইমুহূর্তে বাংলার অবস্থা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ছাত্ররা সরকারের উপর কার্যত বিশ্বাস হারিয়েছেন। রাজ্যের যুবকরা ভীতসন্ত্রস্ত এবং মহিলারা রয়েছেন হতাশায়। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া তো সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, সরকারের ভূমিকা নিয়ে। সাম্প্রতিক ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, এটি সরকারের গাফিলতি।" এমনকি, কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁর মতে, "কলকাতা পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্ত এবং রাজনৈতিক মদতপুষ্ট।"

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন জাপানের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : জাপানের বিদেশ মন্ত্রী মাননীয়া ইয়োকো কামিকাওয়া এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয়া মিনোরু কিহারা আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারত-জাপান ২+২ বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের তৃতীয় পর্বের বৈঠকে যোগ দিতে তাঁরা ভারতে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী জাপানের মন্ত্রীদের স্বাগত জানান এবং ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই ২+২ বৈঠকের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ খানিজ, সেমি-কন্ডাক্টর এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত এবং জাপানের মধ্যে নিবিড়তর সহযোগিতার বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। মুম্বাই-আমেদাবাদ হাইস্পিড রেল প্রকল্প সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নানা ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তাঁরা। পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গে তাঁরা মতবিনিময় করেন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং তার বাইরেও ভারত-জাপান অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আবারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দু'দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রী জোর দেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শিখর সম্মেলনের জন্য জাপান সফরের দিকে অধীর আগ্রহে তিনি তাকিয়ে আছেন বলে শ্রী মোদী জানান।

আর জি কর (রাধাগোবিন্দ কর) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইতিহাসটা জানেন কী..!!

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : একসময় বেলগাছিয়া থেকে দমদম। বাড়ি বাড়ি সাইকেল চালিয়ে ঘুরছেন এক ডাক্তার । মাথায় একটা টুপি আর সাইকেলে ঝোলানো ক্যামবিসের ব্যাগ। বেশিরভাগ রোগীই গরীব। পথ্য কেনারই পয়সা নেই আবার ডাক্তারের ফিস ! তাই রোগী দেখার সাথে সাথে প্রয়োজনে রোগীদের পথ্য কেনার পয়সাও দিচ্ছেন সেই ডাক্তারবাবু । শুনলে আশ্চর্য হবেন সেই ডাক্তারবাবু ততদিনে বিলেতফেরৎ। ভাবতে অবাক লাগে আজ একজন সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারেরও যখন গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করায় অনীহা তখন বিলেতের ডিগ্রি নিয়েও এই

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

জানতে চান কলিযুগ কবে শেষ হবে ?

কলিযুগের চরম সীমায় মানুষের আয়ু কমে ২০ বছর হবে। ২)ব্যক্তি বয়সের আগেই বুড়ো হবে ৩) পাপ, হিংসে, বিদ্বেষ, হানাহানি, স্বার্থপরতা আরও বাড়বে। ৪) মর্ত্যের চারিদিকে খরা দেখা দেবে। অন্ন থাকবে না। পাশাপাশি অতি বৃষ্টিতে ভেসে যাবে সবকিছু। ধ্বংস হবে ঘর বাড়ি। ৫) কলিযুগের শেষ লগ্নে ১২ সূর্যের উদয় হবে এবং সূর্যের তেজ রশ্মিতে সমস্ত পৃথিবী শুকিয়ে যাবে। ৬) অন্ন ও ফলের উ

ৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। ৭) খাবার জিনিসে প্রকৃত স্বাদ,গন্ধ চলে যাবে। ভেজাল জিনিসে অসুখ বিসুখে পড়বে মানুষ। ৮) প্রতিটি ব্যক্তি অধর্মী হবে। ৯) চারিদিকে অন্যায় হবে। ১০) ভাল মানুষের সংখ্যা কমতে থাকবে ১১) কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর পর গঙ্গা নদী শুকিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে যাবে।এই ঘটনাগুলো দেখেই বুঝে নিতে হবে শেষ সময় আসন্ন।এই যুগের শেষ পর্যায়ে বিষ্ণু মানব অবতার নিয়ে অধর্মের নাশ করবেন। বিষ্ণুর এই অবতারই কল্কি অবতার নামে প্রসিদ্ধ হবে।

পুরাণ অনুযায়ী কলিযুগের সময়কাল ৪ লক্ষ ৩২ হাজার সৌরবর্ষ বা মানববর্ষ।আধুনিক কালের গণনা অনুযায়ী ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই যুগের সূচনা হয়। এখনও পর্যন্ত কলিযুগের মাত্র ৫১২৪ বছর কেটেছে। অর্থাৎ এই যুগ শেষ হতে এখনও ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৭৬ বছর অবশিষ্ট রয়েছে।

কলি যুগ কী : কলিযুগের অর্থ হল কালো যুগ অর্থাৎ ছায়া যুগ। এই যুগের কালো ছায়ায় সমস্ত রং হারিয়ে যাবে, সত্যি কথাও মিথ্যা বলে মনে হবে। মিথ্যে মনে হবে সত্য বলে। কলিযুগের অর্থ কলহের যুগ। পাপ বাড়বে। অন্যায় বাড়বে। হিংসে বাড়বে। কেউ কাউকে চিনবে না নিজেকে ছাড়া। সবার মনে বিদ্বেষ থাকবে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে উঠল আরজি কর ধর্ষণ-হত্যা মামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তোলপাড় সৃষ্টি করা আর জি কর ধর্ষণ-হত্যা মামলা এবার দেশটির সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে । মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে ৩ জন বিচারপতির একটি বেঞ্চ মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। খবর এনডিটিভির।

কলকাতার শ্যামবাজার এলাকায় অবস্থিত আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাজের পর্যালোচনা বৈঠক

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বলা হয় যে, ২০২৪ আর্থিক বছরে সমস্তরকম আর্থিক দিক থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ভালো কাজ করেছে। ব্যাঙ্কগুলির সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। নীট এনপিএ-এ ০.৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির মূলধনী সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য ১৫.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নীট সুদের মার্জিন ৩.২২ শতাংশে রয়েছে এবং এপর্যন্ত সর্বাধিক নীট মুনাফা ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ ২৭,৮৩০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ব্যাঙ্কের সামগ্রিক আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানত বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, ঋণ প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার সুস্থায়িত্বের দিকে তাকিয়ে আমানত আরও বাড়ানো সম্ভব। আমানতের আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাঙ্কগুলিকে সুসংহত প্রয়াস গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি শ্রীমতি সীতারমন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত করা এবং গ্রাহক পরিষেবার মান বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দেন, গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তাদের কাছে পৌঁছোতে হবে। বিশেষত, গ্রামীণ এবং আধা শহর এলাকায় গ্রাহকের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলা দরকার। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আশু চাহিদাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। সম্পত্তির গুণগত মান প্রসারে ব্যাঙ্কগুলির উদ্যোগের প্রশংসা করে শ্রীমতি সীতারমন তাদের পরামর্শ দেন, এনসিএলটি এবং এনএআরসিএল-এ নির্দেশিত পথে মামলার নিষ্পত্তি এবং ঋণের অর্থ বাজার থেকে তুলে আনতে সমস্ত দিক উন্মুক্ত রাখতে হবে। বৈঠকে ডিজিটাল পেমেন্ট, সাইবার সুরক্ষা পরিকাঠামো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাইবার সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার, আইন প্রণয়নকারী এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের পথে এগোতে নির্দেশ দেন। সাইবার ঝুঁকি নিরসনে এই জাতীয় সহযোগিতা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি জানান। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, তথ্য প্রযুক্তির প্রত্যেকটি দিককে নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সুরক্ষার প্রশ্নে কোথাও কোনওরকম সমঝোতা যাতে না করা হয় সেদিকে তাকিয়ে সাইবার সুরক্ষার দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। শ্রীমতি সীতারমন আরও বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং জীবন ধারণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একেবারের প্রান্তিক স্তরের মানুষদের কাছেও ঋণের সুযোগ যাতে পৌঁছয় সরকারের উদ্যোগের সফল রূপায়নে ব্যাঙ্কগুলিকে সর্বতো সহায়তা প্রদান করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটে সাম্প্রতিক ঘোষণাগুলির যথাযথ রূপায়ণে ব্যাঙ্কগুলিকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে বলেও তিনি জানান। এমএসএমই ক্ষেত্রগুলির ডিজিটাল প্রসার এবং আর্থিক সরবরাহের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নতুন ঋণদান মূল্যায়ন মডেলের বিষয়টিও সেইসঙ্গে তুলে ধরেন তিনি। পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলী যোজনা এবং পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মতন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে যোগ্য সুবিধাভোগীদের কাছে ঋণের সুযোগ যাতে আরও বেশি করে পৌঁছয় সেব্যাপারেও ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসতে বলেছেন তিনি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী ঋণ মেটানোর পরে যাবতীয় নথিপত্র গ্রাহকের হাতে তুলে দিতে ব্যাঙ্কের যাতে বিলম্ব না হয় সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে যাবতীয় দায়বদ্ধতা যথাযথ পালনের জন্যও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা ২১ আগস্ট, ২০২৪ বুধবার ০৪ ভাদ্র, ১৪৩১

দিনহাটায় আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে উত্তেজনা

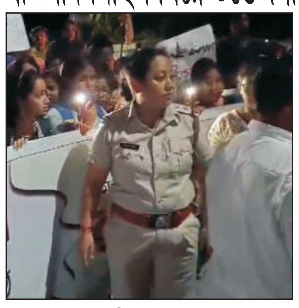

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের খাস তালুকায় এ ধরনের ঘটনায় গোটা রাজ্য তোলপাড়। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের দিনহাটায়। আন্দোলনকারী এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তাদের দাবি, আন্দোলনকারী ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় মিছিলে ঢুকে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন সোমবার দিনহাটা শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের করে ছাত্রছাত্রীরা। সন্ধ্যা ৬টায় শহিদ হেমন্ত বসু কর্ণার থেকে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে অংশ নেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরাও। এদিন প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিলে তাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বাধা দেন বলে অভিযোগ। এরপর মিছিল পাঁচমাথার মোড় যাওয়ার কথা থাকলেও তা পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছোয়। সেখানেই অবস্থানে বসেন ছাত্রছাত্রীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল পুনরায় শহিদ কর্ণারে চলে আসে। নাদিরা আজাদ নামে এক আন্দোলনকারীর অভিযোগ, স্লোগান দিতে গেলে মাইকের তার খুলে দেওয়া হয়। হঠাৎ করে কিছু ছেলে তাঁদের এক আন্দোলনকারী ছাত্র রোহিত ইসলামকে মারধর করে। যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য আমির আলম বলেন, একজন আন্দোলনকারী মদ্যপ অবস্থায় ঢুকে যাওয়ায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'মিডিয়া কমিটি' গঠন করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী

তৃণমূল সূত্রে খবর, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই 'মিডিয়া কমিটি' গঠন করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। কমিটিতে রয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, কুণাল ঘোষ এবং জয়প্রকাশ মজুমদার। এই চার জনের কমিটি প্রতিদিন বিষয়ভিত্তিক খসড়া তৈরি করবে।জাতীয় বা রাজ্য স্তরে কোনও বড় ঘটনা ঘটলে দলের কোন মুখপাত্র প্রতিক্রিয়া দেবেন, এত দিন তা ঠিক করত অভিষেকের দফতর। তাঁর দফতরই ঠিক করে দিত, চ্যানেলে চ্যানেলে বিভিন্ন বিতর্কে কারা অংশ নেবেন। সেই প্রতিক্রিয়ায় 'পার্টি লাইন' কী হবে, তা-ও নির্ধারণ করে দেওয়া হত। লক্ষ্য একটাই: যাতে একই সুরে সকলে কথা বলেন। যেমন সিপিএমে হয়। কোনও বিশেষ ঘটনায় পলিটব্যুরো থেকে এরিয়া কমিটি পর্যন্ত সকলের বয়ান যাতে একই হয় সেই কারণেই। কিন্তু আরজি কর পরিস্থিতি চলতে চলতেই সেই কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় অভিষেকের দফতর। শাসক দলের প্রথম সারির নেতারা মনে করেন, এটি আসলে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 'দূরত্ব'-এর সূচক। এ-ও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তবে কি আরজি কর-কাণ্ডে দলের সেনাপতি পুলিশ তথা প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট? উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালে বুধবার রাতে হামলার পর অভিষেক নিজে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দাবি জানিয়েছিলেন দল, রং না দেখে অপরাধীদের গ্রেফতার করতে। বলেছিলেন, চিকিৎসকদের দাবি ন্যায্য। তাঁদের আন্দোলনও সঙ্গত। এর পরেই তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছিল, বৃহস্পতিবার অভিষেকের দফতর সংবাদমাধ্যম সামলানোর দায়িত্ব থেকে সরে এসেছে। এ বার সেই কাজের জন্য নেত্রীর নির্দেশে নতুন কমিটি গঠন করা হল।দলের অন্যান্য মুখপাত্ররা কোন অভিমুখে কথা বলবেন তা ঠিক করে দেবে এই কমিটি। তৃণমূল সূত্রে খবর, মমতা পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। মুখপাত্রদের নিয়ে একটি কর্মশালাও সংগঠিত হতে পারে। সংবাদমাধ্যমে আলোচনা সভায় কারা যাবেন, দলের তরফে এই কমিটি সেই সিদ্ধান্তও নেবে।

আগে দলের তরফে সংবাদমাধ্যম সামলানোর দায়িত্ব পালন করত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের দফতর। তৃণমূল সূত্রে খবর, আরজি কর-কাণ্ডের আবহে সেই দায়িত্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে ক্যামাক স্ট্রিটের দফতর। বৃহস্পতিবার থেকে এই পদক্ষেপ করেছে তারা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছিল, এই বিষয়ে নেত্রী নির্দেশ দিতে চলেছেন। এ বার সেই নির্দেশ পেয়ে নতুন কমিটি গঠন করলেন সুব্রত।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

উত্তরপাড়ায়। রানি ধর্মপ্রাণা এবং বিত্তশালী। সুতরাং মন্দিরের জমির জন্য যে-কোনও অঙ্কের অর্থ দিতে তৈরি ছিলেন। তবু জমি পাওয়া গেল না। কারণটা কী ছিল তা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছিলেন 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর রচয়িতা স্বামী সারদানন্দকে। বালি-উত্তরপাড়ার জমিদারদের বক্তব্য ছিল, 'তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া তাঁহারা গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না।' এই জমিদারদের নেতৃত্বে ছিলেন নড়াইলের জমিদার রামরতন দত্তরায় আর সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরি। শোনা যায় রামরতন রাসমণির প্রিয় জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসকে বলে পাঠিয়েছিলেন, স্ত্রীলোকের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই রামরতন মহা ঘটা করে বরানগরের কুঠিঘাটে দশমহাবিদ্যার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগনে হৃদয়কে নিয়ে সেই মন্দির দর্শন করতে যান শ্রীরামকৃষ্ণ। ততদিনে রামরতনের মৃত্যু হয়েছে। মন্দিরের বেহাল দশা। নিত্য সেবাটুকুও প্রায় অনিয়মিত। কষ্ট পেলেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

আর জি কর (রাধাগোবিন্দ কর) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইতিহাসটা জানেন কী..!!

ডাক্তার স্বেচ্ছায় অস্বাস্থ্যকর গ্রামকেই তাঁর কর্মস্থল বেছে নিয়েছিলেন..।

মার্চ মাস, ১৮৯৯ সাল। প্লেগ তখন কলকাতায় মহামারীর আকার নিয়েছে। সেই সময়ে উত্তর কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে রোগীদের সেবা করে চলেছেন এক আইরিশ মহিলা। জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক পদে নিয়োজিত এক ডাক্তারও রোগীদের বাঁচাতে উত্তর কলকাতা চষে ফেলছেন। রোগ থেকে বাঁচার পরামর্শ দিচ্ছেন। পথ্য কিনতে অপারগ রোগীকে নিজেই অর্থ তুলে দিচ্ছেন। কিছুদিন পরে সেই বিদেশিনী ও চিকিৎসকের আলাপ হল। প্লেগের সংক্রমণ রুখতে ও মৃত্যুর হার কমাতে দু'জনে একজোট হয়ে কাজ করলেন তাঁরা। সেই আইরিশ মহিলা হলেন ভগিনী নিবেদিতা। আর সেই চিকিৎসক কে ছিলেন?

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। সংক্ষেপে আর.জি.কর। আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কথা আমরা সবাই প্রায় জানি। কলকাতার বুকে সেরা সরকারী হাসপাতালের মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কে ছিলেন আর.জি.কর, তাহলে অধিকাংশ বাঙালি লজ্জায় পড়বেন।অথচ আর.জি.কর অর্থাৎ ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ছিলেন ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় চিকিৎসাশাস্ত্রের রেনেসাঁ পুরুষ। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বাংলার মানুষের সুলভ্য করতে তিনি সারাটা জীবন লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন।

হাওড়া জেলার রামরাজাতলা স্টেশনে নেমে মিনিট পনেরোর পথ পেরোলেই পৌঁছনো যায় বেতড়ের বিখ্যাত কর বাড়িতে। রাধাগোবিন্দ করের জন্মভিটে। ১৮৫২ সালের ২৩শে আগস্ট তাঁর জন্মদিবস।বাবা দুর্গাদাস কর ঢাকায় মিডফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।পড়াশোনায় অসম্ভব মেধাবী রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণের জন্য ১৮৮০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছিল থিয়েটারের প্রতিও ছিল তাঁর মারাত্মক টান। ১৮৮৩ সালে কলকাতা ছেড়ে স্কটল্যান্ডে পাড়ি দেন রাধাগোবিন্দ। ভর্তি হন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৮৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ অলংকারে ভূষিত হলেন গজঈচ হয়ে।

বন্ধু বান্ধব,আত্মীয়-স্বজন সকলেই বললেন তাঁকে ইংল্যান্ড-এ থেকে ডাক্তারি করার জন্য,এমন কি তাঁর শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকবৃন্দও তাঁকে বললেন বিলেতেই থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু,না, তিনি ফিরে এলেন তাঁর জন্মভূমি, মাতৃভূমিতে এই বাংলায়। একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার হয়ে তিনি দাঁড়ালেন এই বাংলার অসংখ্য,অসহায় গরীব মানুষদের পাশে। সেইসময় চিকিৎসাবিদ্যা পড়াশোনা হত ইউরোপীয় চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায়। সমস্যায় পড়তেন সাধারণ পরিবার থেকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে আসা বঙ্গসন্তানরা। তৎকালীন সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাংলায় কোনও বই ছিল না। তাই ডাক্তারি পাশ করার আগেই বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই লেখার কাজে হাত দেন। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই 'ভিষগবন্ধু'। অন্যান্য বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যহল 'সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব', 'রোগী পরিচর্য্যা', 'ভিষক সুহৃদ', 'প্লেগ', 'স্ত্রীরোগের চিত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব', 'সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা', 'সংক্ষিপ্ত ভৈষজতত্ত্ব', 'কর সংহিতা' ও 'কবিরাজ ডাক্তার সংবাদ' ইত্যাদি। সব ক'টি বই লেখা হয়েছিল বাংলায়। ইংরেজি জানা ডাক্তারি ক্লাসের ছাত্ররাও তাঁর বই পড়তেন। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই লিখে যে বাংলার রোগীদের সমস্যার সমাধান নয়, তা অনুধাবন করেছিলেন রাধাগোবিন্দ। তাই ডাক্তার কর মনস্থির করলেন,এদেশের মানুষের জন্যে একটি হাসপাতাল তৈরী করবেন। কিন্তু টাকা কোথায়?

ঠিক করলেন, ভিক্ষা করবেন,নিজের সব কিছু বিক্রি করে দেবেন।

যেমন ভাবা,তেমন কাজ। কলকাতার বড়লোক,ধনীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করতে শুরু করলেন। কলকাতায় তখনকার দিনের বড়লোকদের বাড়িতে কোন আনন্দ অনুষ্ঠান হলে বা তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ডাক্তার কর সেই বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন,আর অভ্যাগত আমন্ত্রিতরা এলে ভিক্ষা চাইতেন 'অনুরোধ, কিছু টাকা পয়সা যদি সাহায্য করেন, খুব উপকার হয়, সবার জন্য একটা হাসপাতাল তৈরি করতে পারি'।

সবাই দেখছেন, একজন বিলেত ফেরত এম আর সি পি ডাক্তার মানুষের জন্য হাসপাতাল করার জন্য ভিক্ষা চাইছেন।

পরিচিতরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে,'স্যার,ডাক্তারবাবু, আপনি!'

শ্রদ্ধায় তারা তাদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন,আবার কেউ কেউ মুখ বেঁকিয়ে,পাশ কাটিয়ে চলেও যায়। শত অপমান সহ্য করেও নিরহঙ্কার মানুষটি হাসপাতাল তৈরির স্বপ্ন সার্থক করার জন্য নির্দ্বিধায় অর্থ সাহায্য চাইতেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক হিসেবে অর্জিত অর্থের সমস্তটাই দান করে গিয়েছেন মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনে। এইভাবেই ভিক্ষা করে,নিজের যাবতীয় সব বিক্রি করে ২৫ হাজার টাকায় বেলগাছিয়ায় ১২ বিঘে জমি কিনে নেন ডাক্তার কর। এরপর ৭০ হাজার ব্যয়ে সেখানেই গড়ে উঠল হাসপাতাল। শয্যাসংখ্যা ৩০। ঠিকানা, ১ নম্বর বেলগাছিয়া রোড। হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে ১৮ হাজার টাকা দান করেন স্বয়ং প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর। তাই হাসপাতালের নাম রাখা হয় 'অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল'। ১৯০৪ সালে রাধাগোবিন্দের উদ্যোগের সঙ্গে মিশে যায় কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল। তারও ১০ বছর পর মেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন। আত্মপ্রকাশ করে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু সেই নাম বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯১৬ সালের ৫ জুলাই মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন লর্ড কারমাইকেল। তাঁর সম্মানে বদলে যায় নাম। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হিসেবেই পরিচিত ছিল এই চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্রটি। ১৯৪৮ সালে তীব্র আর্থিক সঙ্কটের সময় ফের নাম বদলের দাবি ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য তা হতে দেননি। তাঁর উদ্যোগেই ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের নামেই কলেজের নাম রাখা হয়।

রোগীকে যাতে চড়া দাম দিয়ে বিদেশি ওষুধ কিনতে না হয়, সে দিকেও ছিল তাঁর কড়া নজর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী 'লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অব আ বেঙ্গল কেমিস্ট' থেকে জানা যায়, দেশের প্রথম ফামার্সিউটিক্যাল সংস্থা তৈরির সময়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরির কাজে রাধাগোবিন্দ করের অবদান।

১৯১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রাধাগোবিন্দ কর। মৃত্যুর সময়ে রাধাগোবিন্দ করের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। শুধু ছিল বেলগাছিয়ায় গড়ে তোলা একটি বাড়ি। সেই বাড়িটিও উইল করে দান করে যান মেডিক্যাল কলেজকে। রাধাগোবিন্দ কর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রকৃত রেনেসাঁ। এখন রাজ্য থেকে রাজনীতির উত্তপ্ত পরিস্থিতি এই আর জি কর কান্ড নিয়ে এযেন গণলজ্জা। মেয়েদের রাত দখলে। একাধিকবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে নারী নিরাপত্তা? এ যেন ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জনগণের শিরদাঁড়া যেন বিক্রি নেই।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর এই অত্যাচারীরা রাবনরা আমাকে ছোট থেকে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, কিনা করেনি! তবুও আমার কলমকে স্তব্ধ করতে পারিনি। সবকিছু মায়ের আশীর্বাদ, বহু প্রাচীন কাল হইতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা ধরিত্রী কে মাতৃরূপে পূজা করে এসেছে।পৃথিবী কে তারা মারুপের স্থান দিয়েছে বহু কাল হইতে,মা যেমন একটি সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করে বড় করে তাই আমরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পদ মানব। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে উঠল আরজি কর ধর্ষণ-হত্যা মামলা

বিশ্রামকক্ষ থেকে গত ৯ আগস্ট ভোরের দিকে এক নারী চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দেহ উদ্ধারের পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল ওই চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন। তবে পরে জানা যায় ওই চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন সিভিক ভলানটিয়ার। হাই কোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। ধৃতকে হেফাজতে নিয়েছে তারা।

ঘটনাটি সামনে আসার পর থেকে বিচার এবং প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। সেই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করেছেন বিরোধীরা।

এই ঘটনার তদন্তের ভার প্রথমে পুলিশকে দেয়া হয়েছিল। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্টের গুরুতর অভিযোগ ওঠার পর পুলিশকে মামলাটির তদন্তভার ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ক্রিমিনাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) হাতে ন্যস্ত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আন্দোলনকারীদের দাবির মুখে ইতোমধ্যে আর জি কর মেডিকেল হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ইতোমধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাকে নিয়মিত জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই।

ইতোমধ্যে নিহত ওই চিকিৎসকের ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসেছে। সেই রিপোর্ট অনুসারে, নিহতের মাথা, গাল, ঠোঁট, নাক, ডান চোয়াল, চিবুক, গলা, বাঁ হাত, বাঁ কাঁধ, বাঁ হাঁটু, গোড়ালি এবং যৌনাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন মিলেছে। ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধেছিল। এছাড়া দেহের আরো কিছু অংশেও জমাট বেঁধেছিল রক্ত।

এছাড়া নিহতের 'এন্ডোসার্ভিক্যাল ক্যানাল' থেকে 'সাদা ঘন চটচটে তরল' পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। তবে সেই তরল কী, তার বলা হয়নি।

'শ্বাসরোধ করার কারণে মৃত্যু। মৃত্যুর ধরন খুন। যৌনাঙ্গে জোরপূর্বক কিছু প্রবেশ করানোর মেডিক্যাল প্রমাণও রয়েছে। যৌন হেনস্থার সম্ভাবনা,' উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

সিনেমার খবর

দেড়মাস শুটিংয়ের পর হঠাৎ মন্দাকিনীর বিকল্পের খোঁজ শুরু করেন রাজ কাপুর

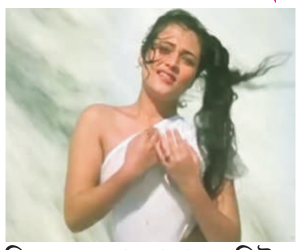

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রাজ কাপুর বলেই বোধহয় সম্ভব হয়েছিল! নইলে আটের দশকের শেষে অমন সাহসী ছবি কে আর বানাতে পারতেন!

নবাগতা অভিনেত্রী মন্দাকিনীর যৌবন তখন বর্ষার জলধারার মতই স্রোতস্বিনী। শরীরে জড়িয়ে থাকা সাদা কাপড়, পাহাড়ি লাজুক মেয়ের শহর কলকাতার আধুনিক যুবকের সঙ্গে প্রেম, তার উদ্দামতা সে সময়ে ফ্রেমে ধরে সিলভার স্ক্রিনে দেখানো চ্যালেঞ্জ ছিল বইকি। রাজ কাপুরের জন্য যেন সে সব কোনও চ্যালেঞ্জই ছিল না। রাম তেরি গঙ্গা মইল্তিপরিচালক হিসাবে জীবনের শেষ ছবি ছিল তাঁর। ভাই রনধীর কাপুর ছিলেন প্রযোজক। মুম্বইতে কাপুর পরিবারের টাকার অভাব ছিল না। ছবিতে অঢেল টাকা ঢালার ক্ষমতা ছিল তাঁদের। ছেলে রাজীব কাপুরকে নায়ক করেছিলেন। অনেকগুলো অডিশন নিয়ে বেছে নিয়েছিলেন মন্দাকিনীকে। ওই এক ছবিতেই মন্দাকিনী আসমুদ্র ভারতের কত বুকে যে ঢেউ তুলেছিল তা সেনসাস করার মতই ব্যাপার ছিল। অথচ ঘটনা হল, মন্দাকিনী রাজ কাপুরের প্রথম পছন্দ ছিলেনই না। তাঁর প্রথম পছন্দ ছিলেন পদ্মিনী কোলাপুরী। তিন বছর আগেই ঋষি কাপুর আর পদ্মিনী কোলাপুরীকে নিয়ে বলিউডে হিট ছবি দিয়েছিলেন রাজ কাপুর। ছবির নাম ছিল প্রেম রোগ। আরও বড় কথা মাত্র ১৫ বছর বয়সে গেহরাই নামে একটি হিন্দি ছবিতে পদ্মিনী খুবই সাহসী অভিনয় করেছিলেন। অর্থাৎ রাম তেরি গঙ্গা মইলিতে রাজ কাপুর নায়িকাকে যেভাবে চেয়েছিলেন তা পদ্মিনীর কাছ থেকে পাবেন বলে আশা করেছিলেন। পরে পদ্মিনীই এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন যে ৪৫ দিন শ্যুট করার পরেও মন্দাকিনীকে বাতিল করে তাঁকে চেয়েছিলেন রাজ কাপুর। কিন্তু পদ্মিনী রাজীবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করতে সহজ ছিলেন না। রাজকে না করে দেন তিনি। রাম তেরি গঙ্গা মইলিতে একটি দৃশ্যে দেখা যায় কোলের সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন মন্দাকিনী। তাতে তাঁর অনাবৃত বুকেরও অংশও দেখা যায় ছবিতে। পদ্মিনী অবশ্য দাবি করেছেন, সেই দৃশ্য করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু রাজ গোটা ছবিতে তাঁকে যেভাবে চেয়েছিলেন, রাজীবের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ফ্রেমে ধরতে চেয়েছিলেন, তাতে আড়ষ্ঠ বোধ করেন পদ্মিনী। অনেকে অবশ্য বলেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মন্দাকিনীর মধ্যে যে ফ্রেশনেস ছিল তা পদ্মিনীর মধ্যে ছিল না। পাহাড়ি মেয়ের সহজ সাধাসিধে চরিত্র ভালই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। সে ছবি অমর করে রাখার জন্য আরও একজনের অবদান ভোলার নয়। সেই তিনি ছিলেন রবীন্দ্র জৈন। তাঁর দেওয়া অসামান্য সুরে যে গানগুলি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর ও সুরেশ ওয়াদেকর তা আজও অমলিন।

তাপসীর 'খেল খেল মে' মুক্তি পেয়েছে ১৫ আগস্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১৫ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে অভিনেত্রী তাপসী পান্নুর 'খেল খেল মে' সিনেমাটি। কমেডিতে ভরপুর এই সিনেমায় তাপসী ছাড়াও মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন অক্ষয় কুমার। এমন খবরের মাঝে গত ৯ আগস্ট ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে আভিনেত্রীর আলোচিত সিনেমা 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা'। এই ছবিটি ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া 'হাসিন দিলরুবা'- এর সিক্যুয়াল।

এই ছবিতে তাপসীর বিপরীতে 'টুয়েথ ফেল' খ্যাত বিক্রান্ত ম্যাসিকে দেখা গিয়েছিল। পরিচালক জয়প্রদ দেশাই পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই সমালোচকদের প্রশংসায় ভাসছেন তাপসী। অনেকেই বলছেন, ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া 'হাসিন দিলরুবা' সিনেমার পুরনো স্বাদ ফিরে পেয়েছেন দর্শকরা। শুধু তাই নয়, সিনেমাটিতে তাপসীর অভিনয় এবং রানি চরিত্রে তার সাহসী উপস্থিতির প্রশংসাও করছেন তার সহকর্মী থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও নেটিজেনরা।

এদিকে সিনেমাটির এমন সাফল্যের মাঝেই তৃতীয় কিস্তি নিয়ে আভাস দিয়েছেন তাপসী। তিনি বলেন, 'সিক্যুয়েল করা সবসময়ই কঠিন। কারণ প্রথমটি কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই আসে এবং সেটি যদি দর্শক পছন্দ করে, তাহলে পরেরটার জন্য প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায়। এই প্রত্যাশা পূরণ করাটাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আমি আনন্দিত, দর্শক এবারের ছবিটিকে প্রথম পর্বের চেয়েও বেশি পছন্দ করেছে। মনে হচ্ছে আমি সফল। আর তাই তৃতীয় পর্বের জন্য তৈরি হতেই পারি!'

রাজপাল যাদবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং প্রথম সন্তানের মা-বাবা হতে যাচ্ছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে সন্তানের মুখ দেখবেন তারা।সন্তানের মুখ দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন রণবীর-দীপিকা। চলছে নানা আয়োজনও। এ জুটির ভক্তরাও উচ্ছ্বসিত। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এক দলের দাবি কন্যা সন্তান জন্ম দেবেন দীপিকা। অন্য দল বলছেন, পুত্র সন্তানের কথা। কিন্তু রণবীর-দীপিকার ঘর আলো করে কে আসছে? পুত্র নাকি কন্যা?

ফিল্মিবিট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং দম্পতি পুত্র সন্তানের মা-বাবা হতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে তারা উদযাপনও শুরু করেছেন। প্রথম থেকেই দীপিকার অন্তঃসত্তা হওয়া নিয়ে চলছে বিতর্ক। এবার আবারো বিতর্কে নাম জড়াল তার ও রণবীর সিংয়ের। জন্মের আগে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ ভারতে বেআইনি। সে আম আদমি হোক অথবা তারকা! তবে সেই নিয়মই কি এবার লঙ্ঘন করলেন তারা? উঠছে প্রশ্ন, নেপথ্যে রয়েছে এই বিশেষ কারণ।

কিছু দিন আগেই এক গিফট ব্র্যান্ডের তরফে দীপিকার হবু সন্তানের জন্য কিছু উপহার পাঠানো হয়। নীল রঙের ব্যান্ড দিয়ে করা হয়েছিল প্যাকেজিং। এমনকি উপহার বাঁধাও হয়েছিল নীল রঙ দিয়েই। গোলাপি রঙের দেখা মেলেনি।

এ কথা অনেকেই জানেন, সদ্যোজাতের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বোঝাতে গোলাপি ও নীল রঙের ব্যবহার হয়। গোলাপি রঙ মানে কন্যাসন্তান আর নীল মানে পুত্রসন্তান। এমনকি যে সব দেশে লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি নয়, সেই সব দেশেও 'জেন্ডার রিভিল সেরিমনি'

অর্থাৎ ঘটা করে করা লিঙ্গ নির্ধারণের অনুষ্ঠানে ছেলে হলে নীল বেলুন ফাটানো বা নীল রঙের কেক খাওয়ার চল আছে। নেটিজেনদের একটা বড় অংশের ধারণা বিদেশে গিয়ে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করেই এসেছেন তারা।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি মা হতে যাওয়ার ঘোষণা দেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে পুত্র নাকি কন্যা সন্তানের মা হবেন তা জানাননি দীপিকা কিংবা রণবীর সিং। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প নেই তাদের ভক্তদের!

সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত 'রাম-লীলা' সিনেমার শুটিং সেট থেকে শুরু, এরপর বিভিন্ন সময় বলিপাড়ায় রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের প্রেম ও বিয়ের গুঞ্জন চাউর হয়। কিন্তু তা অস্বীকার করে আসছিলেন তারা। ২০১৮ সালের নভেম্বরে বিয়ে করেন এই জুটি।

অনুপম খের '৫৪২ নটআউট', দি ইন্ডিয়া হাউসের শুটিং শুরু বর্ষীয়ান অভিনেতার, আপ্লুত সিনেপাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের তাঁর ৫৪২-তম সিনেমার শুটিং শুরু করলেন। সিনেমার নাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত লন্ডনস্থিত 'দি ইন্ডিয়া হাউস'। একথা জানিয়ে নির্মাতা সংস্থা অভিষেক আগরওয়াল আর্টস তাদের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করায় অনুপম খেরের ভক্ত ও সমগ্র সিনেপাড়া উদ্বেলিত হয়ে পড়েছে।

ইনস্টাগ্রামে বিহাইন্ড দ্য সিন বা বিটিএস ক্লিপে দেখা গিয়েছে, অনুপম খের একটি ভ্যানিটি ভ্যানে (চলমান সাজঘর) উঠছেন। যেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত সাজে প্রায় অচেনা অনুপমের সাক্ষাৎ মিলেছে। ভিডিওটি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'দ্য টাইমলেস টাইটান অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা' অ্যাট দ্য রেট অনুপমখেরজি হ্যাশট্যাগদিইন্ডিয়ানহাউসের শুটিং শুরু করলেন। চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা সময়ের দলিল এই ছবিতে একটি শক্তিশালী ও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন।

অনুপম খেরও তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ছবির সেটে তোলা এই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, একটি বিশেষ ঘোষণা। গোটা ভারতের সময়কে নিদ্ক ও ইতিহাসভিত্তিক ড্রামা দি ইন্ডিয়ান হাউস আমার ৫৪২-তম চলচিচত্রাভিনয়। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। অভিনেতা রামচরণ, নিখিল এবং অভিষেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনুপম। তাঁরা যেভাবে এই ভিডিওতে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তাতে অত্যন্ত খুশি অনুপম।

দি ইন্ডিয়া হাউসের হাত ধরে দক্ষিণী অভিনেতা রামচরণ প্রযোজনার দুনিয়ায় এলেন। গত মাসে দি ইন্ডিয়া হাউসের পুরো টিম একটি মহাপূজার আয়োজন করেছিল। হাম্পির বিরূপাক্ষ মন্দিরে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন নিখিল সিদ্ধার্থ ও সাই মঞ্জরেকরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রামচরণ এক্সবার্তায় লিখেছেন, ইন্ডিয়া হাউসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি এই ছবি গোটা বিশ্বের চিত্রানুরাগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। অভিষেক আগরওয়াল লিখেছেন, অনুপম খেরের অভিনয় নিষ্ঠা ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর অদম্য প্রেম একটি নজিরবিশেষ। তাঁর অভিনয় কেবলমাত্র অনুপম তাই নয়, জীবনের একেবারে বাস্তব জমিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই ছবিতে অনুপম খের শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাদপটে ছবির কাহিনি ডানা মেলেছে। পরিচালক রাম ভামী কৃষ্ণা। আগামী বছর ছবিটি মুক্তি পাবে।

'মিডিয়া ফ্রেন্ডলি' হয়ে প্রচার থেকেই দূরে! শাহরুখের এই সিদ্ধান্তের কারণ অবশেষে জানা গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তাঁকে 'কিং খান' সাধে বলা হয় না। সেলেব্রেটি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে তাও তাঁর থেকে শেখা যায় অনায়াসে। শাহরুখ খানকে সবাই 'মিডিয়া ফ্রেন্ডলি' বলেও চেনে। অবলীলায় তিনি মিশে যেতে পারেন সকলের সঙ্গে। কিন্তু এমন মানুষটাই প্রায় ৩ বছর প্রচার বিমুখ ছিলেন। কোনও ইভেন্ট তো দূরের কথা, পাপারাৎজিদের ক্যামেরাতেও তাঁকে ধরা যায়নি। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শাহরুখ, অবশেষে জানা গেল তার কারণ। ২০১৮ সালে তাঁর শেষ ছবি 'জিরো' ডাহা ফেল করে। এরপর থেকেই কিছুটা মিডিয়ার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছিলেন শাহরুখ। তবে ২০২১ সালের পর আরও দূরে চলে যান তিনি প্রচার থেকে। তাহলে কি ফ্লপ ছবিই ছিল তার নেপথ্যের কারণ? এমনটা বলছেন না মুম্বইয়ের অন্যতম এক জনপ্রিয় চিত্র সাংবাদিক। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, মূলত আরিয়ান খান কাণ্ডের পর থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলিউডের বাদশা। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নেপথ্য কাহিনীও জানান তিনি। চিত্র সাংবাদিকের বক্তব্য, ২০২৩ সালে 'পাঠান' মুক্তির পর তাঁর টিম শাহরুখ খানকে দেখতে পেয়ে গোপনে ছবি তুলেছিল। সেটি তাঁর হাতে এলে তিনি মনে করেন এটি অন্যায়। এভাবে কারও গোপন পরিসরে ঢোকা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাহরুখের পিআর টিমকে ফোন করে জানান যে, এই ছবি তারা ব্যবহার করবেন না। তাঁদের ভুল হয়েছে। আসল ঘটনা ঘটে ঠিক এর পরেই। শাহরুখ নিজে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন বলে জানান চিত্র সাংবাদিক। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ফোনে ৫ মিনিট মতো কথা হয়েছিল তাঁদের। শাহরুখের কথা শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আরিয়ান খানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিডিয়া যা যা করেছিল তা ভালভাবে নেননি তিনি। নিজের ছেলেকে নিয়ে এত নেগেটিভ চর্চায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শাহরুখ। তারপর থেকেই কার্যত মিডিয়া থেকে দূরে সরে যান তিনি। সাংবাদিক আরও বলেন, "আমার নিজের সন্তান আছে। আমি বুঝেছিলাম কারও সন্তান নিয়ে খারাপ বললে একজন বাবার কেমন লাগে। মিডিয়া সেই সময় যেটা করেছিল তা উচিত হয়নি।" তাঁর সংযোজন, সবাই শুধু বলে ছবি তুলতে দেয় না, কিন্তু কারও মানসিক পরিস্থিতি কেমন আছে, আমরা তা বিচার করি না। শেষমেশ আরিয়ান খান মাদক মামলায় জামিন পেয়েছেন। তাঁকে যে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল সেই তথ্যও সামনে এসেছে। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে ভারতীয় সিনেমার সবথেকে বড় কামব্যাক হয়েছে শাহরুখ খানের। 'পাঠান', 'জওয়ান' এবং 'ডাঙ্কি' ছবি দিয়ে ইতিহাস লিখেছেন তিনি।

রোনালদো ম্যাজিকে
ফাইনালে আল নাসর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নতুন মৌসুমে দারুণ প্রত্যাবর্তন হলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর। মাঠের লড়াইয়ে ফিরেই ছড়ালেন দ্যুতি। সতীর্থদের গোলে অবদান রাখলেন। শেষে নিজেও উপহার দিলেন গোল। সিআর সেভেনের ফুটবল জাদুতেই বুধবার রাতে আল তাউনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। দারুণ এ জয়ে সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে নাম লিখেছে রোনালদোর দল।

সৌদি আরবে পাড়ি জমানোর পর থেকেই শিরোপাখরায় ভুগছিলেন রোনালদো। মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমিয়ে প্রথম শিরোপা জেতেন গত বছরই। এবার আরও একটি ট্রফি জয়ের সুবর্ণ সুযোগ পর্তুগিজ মহাতারকার সামনে। ফাইনালে উঠেই রোনালদো দিলেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হুংকার। প্রতিপক্ষকে সতর্ক করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'সুপার কাপের ফাইনালে আমরা আসছি!'

শনিবার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আল নাসর মোকাবিলা করবে নেইমারের দল আল হিলালকে। সৌদি আরবের সফলতম ক্লাবটি এ আসরের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।

আবহার প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজ স্পোর্টস সিটিতে বুধবার রাতে সেমিফাইনালের লড়াইয়ের ৮ মিনিটেই লিড নেয় আল নাসর। রোনালদোর পাস থেকে প্রতিপক্ষের জাল কাঁপান আয়মান ইয়াহিয়া।

ম্যাচের ৫৭তম মিনিটে সুলতান আল ঘানামের পাস থেকে বল পেয়ে জালে বল জড়ান রোনালদো। এটি তার বর্ণিল ফুটবল ক্যারিয়ারের ৮৯৬তম গোল।

ক্যারিবিয়ানে টেস্টে অনাগ্রহের কারণ টাকা নয়: রাসেল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটারদের টেস্টে অনাগ্রহের কথা প্রতিষ্ঠিত। লাল বলে ক্যারিবিয়ানরা খেলতে নামলেই প্রসঙ্গটা উঠে আসে। সাবেক ক্রিকেটাররা প্রায় সকলেই এক বিন্দুতে পৌঁছান- টাকা কম বলে টেস্টে আগ্রহী হন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটাররা। আন্দ্রে রাসেলের অবশ্য ভিন্ন মত রয়েছে। টাকা মূল ইস্যু নয়, এই সংস্করণটিই তরুণেরা খেলতে আগ্রহী নন বলে জানিয়েছেন তিনি। চলমান ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেডে লন্ডন স্পিরিটের হয়ে খেলছেন রাসেল। ক্যারিবিয়ানে টেস্ট বিমুখতা নিয়ে প্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না এটা অর্থের কারণে, অর্থ ইস্যু বলে আমি মনে করি না। বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের যে পরিমাণ, সেটির উপর ভিত্তি করে অনেক খেলোয়াড়েরা টেস্ট খেলতে আগ্রহী হন না।'

একটিমাত্র টেস্ট ম্যাচ খেলা রাসেল আরও বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেশের কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থেকেও ভালো করতে পারবেন, আমার মনে হয় তারা (ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার) সুযোগটা লুফে নিবে। কিন্তু সবাই বড় মঞ্চে খেলতে চায়। তো বড় মঞ্চ যদি টেস্ট ক্রিকেটই হয়, আমি জানি তরুণেরা খুশি হয়ে খেলবে। আমি শুধু এটা টাকার ব্যাপার বলে মনে করি না।'

একসময় শাই হোপ খেলতেন টেস্ট দলে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তাকে চেয়েও সাদা পোশাকের দলে না পাওয়ার খবর শোনা গেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির জগতে ডানহাতি এই ব্যাটারের সুযোগের পরিমাণ বাড়ার প্রভাব পড়েছে এতে। অন্যদিকে বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেরা ব্যাটার নিকোলাস পুরান এখন পর্যন্ত লাল বলে কোনো ম্যাচই খেলেননি। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ধাপিয়ে বেড়ানো এই পাওয়ার হিটার কখনোই হয়তো টেস্ট খেলবেন না। আজকাল বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি মানা করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যারিবিয়ানদের জন্য। গত ডিসেম্বরে পুরান, কাইল মায়ার্স, জেসন হোল্ডার বোর্ডের সঙ্গে কেন্দ্রীয় চুক্তি করেননি।

এদিকে টেস্ট ক্রিকেটে কঠিন সময় পার করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রের পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচে রয়েছে দেশটি। চলতি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ড্র করতে পেরেছে একটি টেস্ট। তবে এর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে সহজেই হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ক্রেইগ ব্রাথওয়েটের দল।

প্রোটিয়া দলে নতুন মুখ মাফাকা-স্মিথ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের কাছে হারের পর প্রথমবারের মতো সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে মাঠে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগামী ২৩ আগস্ট শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে পরের দুই ম্যাচ ২৫ ও ২৭ আগস্ট। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রোটিয়া দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন দুই তরুণ পেসার কিউনা মাফাকা ও ব্যাটার জেসন স্মিথ।

এ বছরের শুরুতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ২১ উইকেট শিকার করে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হন মাফাকা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই তরুণ পেসার পরবর্তীতে আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সুযোগ পান। আর তরুণ ব্যাটার স্মিথ সিএসএর ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ৪১ দশমিক ৫৭ গড়ে ২৯১ রান করে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। দলের প্রয়োজনে বল হাতেও পারদর্শী তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে কুইন্টন ডি কক, কাগিসো রাবাদা, আনরিখ নরকিয়া, হেনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ ও মার্কো জানসেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কাঁধের ইনজুরি থেকে এখনও সুস্থ হয়ে না উঠতে পারায় দলে জায়গা হয়নি গত মে মাসে টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হওয়া স্পিনার নাকাবা পিটারের। দলে ফিরেছেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়া রাসি ভ্যান ডার ডুসেন। এইডেন মার্করামের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের স্পিন বিভাগের মূল দায়িত্ব থাকবেন গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রিজার্ভ তালিকায় থাকা বিয়র্ন ফরচুনের কাঁধে। পেস আক্রমণ সামলাবেন লুঙ্গি এনগিডি। তার সঙ্গে রাখা হয়েছে ওটনিয়েল বার্টমান, নান্দ্রে বার্গার ও লিজাড উইলিয়ামসকে। পেস অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন ভিয়ান মুল্ডার ও প্যাট্রিক ক্রুগার। আর ব্যাটিং ইউনিট সামলাবেন রেজা হেনড্রিকস, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবসরা।

দক্ষিণ আফ্রিকা দল : এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিয়েল বার্টমান, নান্দ্রে বার্গার, ডোনোভান ফেরেইরা, বিয়র্ন ফরচুন, রেজা হেনড্রিকস, প্যাট্রিক ক্রুগার, কিউনা মাফাকা, ভিয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, রায়ান রিকেলটন, জেসন স্মিথ, ট্রিস্টান স্টাবস, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, লিজাড উইলিয়ামস।

যুক্তরাষ্ট্রের কোচ হলেন পচেত্তিনো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্যারিস সেন্ট-জার্মেইয়ে (পিএসজি) ২ বছর এবং পরে চেলসিতে এক বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে আসেনি কোনো সাফল্য। বিশেষ করে চেলসিকে তলানিতেই নামিয়েছিলেন। শেষমেশ চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন আর্জেন্টাইন কোচ মওরিসিও পচেত্তিনো।

তবে বেশিদিন বেকার রইলেন না পচেত্তিনো। বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের কোচ হিসেবে যোগ দিচ্ছেন তিনি। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের ক্রীড়াবিষয়ক অনলাইন দ্য অ্যাথলেটিক। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মওরিসিও পচেত্তিনো যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসেবে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন।'

এদিকে ইএসপিএন জানিয়েছে, আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর কানসাস সিটিতে কানাডার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র অধ্যায় শুরু হবে পচেত্তিনোর।

নিকোকে পেতে পিএসজির সঙ্গে
লড়াইয়ে বার্সা, খুঁজছে বিকল্পও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে স্পেনের শিরোপা জয়ের অন্যতম কারণ ছিল লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস জুটি। এই জুটির সঙ্গে দানি ওলমোর রসায়নেই রেকর্ড চতুর্থ শিরোপা জিতে নেয় লা রোজারা। সেই ত্রয়ীকে বার্সেলোনাতেও একত্রে করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি। তবে এরমধ্যে বাগড়া দিচ্ছে ফরাসি ক্লাব পিএসজি। তাই বাধ্য হয়ে নিকোর বিকল্পও খুঁজছে কাতালান ক্লাবটি।

দুদিন আগেই ওলমোকে স্বাক্ষর করায় বার্সা। এবার তাদের লক্ষ্য নিকো। তবে তার কাছ থেকে এখনও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না তারা। তাই বিকল্প খুঁজছে দলটি। যদিও এই ট্রান্সফার থেকে সরে যায়নি বার্সা। ২২ বছর বয়সী এই তরুণের রিলিজ ক্লজ ৫৮ মিলিয়ন ইউরো। তাই এই ক্লজ একটিভেট করে তাকে টানতে চাইছে বার্সা। এরমধ্যেই আবার তাকে পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে পিএসজিও।

শেষ মুহূর্তে যদি অ্যাতলেতিক বিলবাওয়ের এই উইঙ্গারকে না পাওয়া যায় তাই বিকল্প ভাবনায় একাধিক খেলোয়াড় বিবেচনায় রয়েছে বার্সেলোনার। লিভারপুলের কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজ তাদের প্রথম পছন্দ। এছাড়া বায়ার্ন মিউনিখের কিংসলে কোমান ও এসি মিলানের রাফায়েল লিয়াওকেও পছন্দ তাদের।

এদিকে ফরাসি গণমাধ্যমে সংবাদ, নিকোকে পেতে চাইছেন পিএসজির স্পেনিয়ার্ড কোচ লুইস এনরিকেও। তাদের প্রস্তাব বার্সেলোনার চেয়েও বড়। সংবাদ অনুযায়ী বার্সার প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এখন পর্যন্ত দলবদল নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি নিকো।

বাংলাদেশ সিরিজে
বিশ্রামে থাকবেন বুমরাহ!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকেই বিশ্রামে আছেন জসপ্রিত বুমরাহ। ভারতের তারকা পেসার ছিলেন না সবশেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজেও। সেই বিশ্রাম দীর্ঘায়িত করে আগামী মাসে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও ডানহাতি এই পেসারকে বিশ্রামে রাখা হতে পারে। ভারতীয় সংবাদসংস্থা পিটিআই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) এক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে। সূত্রটি পিটিআইকে বলেছে, সে (বুমরাহ) তার শরীরের অবস্থা ভালোভাবে জানে। এটা তার ওপর নির্ভরশীল যে সে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলবে কি না। টিম ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাচকরা অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পাঁচ টেস্টে ১২০% ফিট বুমরাহকে চান। এর আগে ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। সে হয়তো সেখানে খেলে পরবর্তীতে কঠিন সিরিজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

চেন্নাইয়ে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট সিরিজ। কানপুরে ২৭ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। বাংলাদেশ সিরিজ শেষেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। এরপর বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবেন রোহিতরা। সেই দুটি সিরিজকে গুরুত্ব দিতেই বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বিসিসিআই।

বাংলাদেশ সিরিজে বুমরাহকে বিশ্রাম দিলে আর্শদীপ সিং এবং খলিল আহমেদের মধ্যে কাউকে স্কোয়াডে নিতে চায় ভারত। তবে টেস্টে এখনও দুজনের কারোরই অভিষেক হয়নি। রাহুল দ্রাবিড় প্রধান কোচ থাকতেই আর্শদীপকে লাল বলের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। মাঝে কাউন্টি ক্রিকেটে কেন্টের হয়ে খেলানোও হয়েছিল তাকে। আরেক বাঁহাতি পেসার খলিল ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে নিয়মিত মুখ। জাতীয় দলে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি খেলা হয়েছে। আরেক বাঁহাতি পেসার যশ দয়াল স্কোয়াডের আলোচনায় থাকলেও বাকি দুজনের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছেন তিনি।

আইসিসির প্রস্তাব নাকচ বিসিসিআইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অক্টোবরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। কিন্তু চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আসরটি আয়োজন করতে পারবে কি না আইসিসি তা নিশ্চিত নয়। তাই টুর্নামেন্টটি আয়োজনের জন্য ভারতকে প্রস্তাব দিয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। কিন্তু আইসিসির সেই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে বিসিসিআই সচিব জয় শাহর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজন দেশের প্রথমসারির এক সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন, বিসিসিআইকে এমন কোনো অনুরোধ বোর্ডের তরফ থেকে করা হয়নি।

ইন্ডিয়া টুডেতে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমটিতে জয় শাহর মন্তব্য,ওতারা বিসিসিআইকে অনুরোধ করেছে ইভেন্টটি আয়োজন করতে পারবে কি না। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে না করেছি। তখন (অক্টোবরে) মৌসুমি বৃষ্টিপাত থাকবে এবং আগামী বছর আমরা মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করব। পরপর দুটি বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চাই 'এমন ধারণা আমি দিতে চাই না।'

এদিকে ভারতের আরেক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ জানিয়েছে, টাইমস অব ইন্ডিয়ার মুম্বাই অফিসে টাইমস গ্রুপের সংবাদকর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এসব বিষয়ে কথা বলেন জয় শাহ। ক্রিকবাজ ও ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে অবশ্য জানানো হয়েছে, বিসিসিআইকে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের অনুরোধ করেছে আইসিসি।

গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আইসিসি জানিয়েছিল, ৩ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০ দলের আসরটি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশের বিকল্প ভেন্যু ভাবছে আইসিসি। তখন বিকল্প দেশগুলোর তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি ভারতের নামও উঠে এসেছে।

সে সময় আইসিসির একজন মুখপাত্র বলেছিলেন, 'আইসিসি খুব ভালোভাবে বিসিবির সাথে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে এবং তাদের নিরাপত্তা সংস্থা ও আমাদের স্বাধীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে পরামর্শ চলছে। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী সকলের নিরাপাত্তা আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।'

এদিকে আগামী মাসে দুটি টেস্ট ও তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ভারত সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। চেন্নাইয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে প্রথম টেস্ট। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। এরপর ৬ অক্টোবরে গোয়ালিয়রে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

জয় শাহ আসন্ন বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নিয়েও কথা বলেছেন। তার মতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজ বিসিসিআইয়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, 'তাদের (বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ) সঙ্গে কথা হয়নি। সেখানে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। নয়তো আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমাদের কাছে বাংলাদেশ সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR